রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১, ২০১৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৭০-আইন/২০১৪।—মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ৫১, ধারা ১৯ ও ৫০ এর সহিত পঠিতব্য,-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ আইনের ধারা ২৬ এর অধীন অবসায়নের জন্য আদেশ প্রাপ্ত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান;

(খ) "আইন" অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২নং আইন);

(গ) "তহবিল" বিধি ৩ এর অধীন গঠিত আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল;

(ঘ) "দেউলিয়া ঘোষিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ আইনের ধারা ২৫ এ উল্লিখিত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) "নিরাপত্তা" অর্থ আমানত নিরাপত্তা;

(চ) "নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ এমন কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান যাহা বিধি ৪ এর অধীন আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিলের আওতাভুক্ত;

(ছ) "ফি" অর্থ নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধি ৬ এর অধীন প্রদেয় ফি; এবং

(জ) "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা" অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই উক্ত অভিব্যক্তিসমূহ আইনে সংজ্ঞায়িত হইয়া থাকিলে উহা উক্ত অর্থে সংজ্ঞায়িত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩। **আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল গঠন, সংরক্ষণ ও পরিচালনা।**—(১) আইনের ধারা ১৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ফি;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(গ) কোন অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) পরিচালনা বোর্ড তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) তহবিলের অর্থ পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৫) পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব ও উক্ত বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তার যৌথস্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৬) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৭) তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না, যথা:—

(ক) বিধি ৮ এ বর্ণিত অর্থ প্রদান; এবং

(খ) তহবিল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।

(৮) তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪। **নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান।**—কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিলের আওতাভুক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে সনদ প্রাপ্ত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালা জারির তারিখ হইতে আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিলের আওতাভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালার বিধি ৬ অনুযায়ী কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হইলে উক্ত বাতিলের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে উক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার অধীন নিরাপত্তাকৃত থাকিবে না এবং এই বিধিমালার অধীন গঠিত তহবিলভুক্তও থাকিবে না।

৫। **নিরাপত্তাকৃত আমানত।**—মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালার অধীন নির্দিষ্টকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক আমানত, স্বেচ্ছা আমানত ও মেয়াদী আমানতের স্থিতির সমষ্টি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তহবিলের আওতায় নিরাপত্তাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, তবে বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশি সরকার বা সংস্থার কোন আমানত বা পাওনা এবং দেশের বাহিরের কোন আমানত বা দায় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৬। **নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ফি**।—(১) পরিচালনা বোর্ড, সময়ে সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করিবে এবং প্রত্যেক নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বিধি ৫ এ বর্ণিত আমানতের উপর প্রতি বৎসর নিম্নবর্ণিত হারে ফি প্রদান করিবে, যথা :—

ক্রমিক নং	শ্রেণি	প্রদেয় ফি
(১)	(২)	(৩)
(১)	শ্রেণি—'ক'-ন্যূনতম ঝুঁকিপূর্ণ	০.০৬%
(২)	শ্রেণি—'খ'-কম ঝুঁকিপূর্ণ	০.১০%
(৩)	শ্রেণি—'গ'-মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ	০.১৫%
(৪)	শ্রেণি—'ঘ'-উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ	০.২০%

(২) কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর জুনভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপ-বিধি (১) এর অধীন নূতনভাবে শ্রেণিভুক্ত করিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ফি এর হার বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে।

(৩) তহবিলে প্রদত্ত ফি নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) নিরাপত্তাকৃত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অপরিশোধিত ফি পরিশোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং এইরূপে নির্দেশ প্রতিপালনে উক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকিবে।

৭। **আমানত গ্রহণে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান**।—কোন নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক আদেশ দ্বারা উহাতে উল্লিখিত সময়ের জন্য আমানত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আদেশের বিষয়টি জাতীয় বা, প্রয়োজনে, স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

৮। **তহবিলের দায়**।—(১) দেউলিয়া ঘোষিত বা অবসায়িত কোন নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক আমানতকারীকে তাহার আমানতের সমপরিমাণ অর্থ, যাহা সর্বাধিক ৩,৫০০/০০ (তিন হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকার অধিক হইবে না, তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উল্লিখিত সর্বাধিক সীমা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) দেউলিয়া ঘোষিত বা অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কোন আমানতকারীর একাধিক হিসাব থাকিলে এবং সকল হিসাবে একত্রে ৩,৫০০/০০ (তিন হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকার অধিক স্থিতি থাকিলেও তাহাকে তহবিল হইতে ৩,৫০০/০০ (তিন হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকার অধিক পরিশোধ করা হইবে না।

(৩) দেউলিয়া ঘোষিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের রিসিভার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এবং অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের লিকুইডেটর, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদ হইতে কোন আমানতকারীকে তাহার প্রাপ্য পরিশোধের পর তাহার আরও প্রাপ্য থাকিলে উক্তরূপ অবশিষ্ট প্রাপ্য উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিশোধ করা হইবে।

(৪) দেউলিয়া ঘোষিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিযুক্ত রিসিভার, দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ এর বিধান সাপেক্ষে এবং অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অবসায়ক, তাহার কার্যভার গ্রহণের পর অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে আমানতকারীগণের আমানতের তালিকা এবং আমানতকারীগণকে তৎকর্তৃক দেয় অর্থের তালিকা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আমানতকারীগণের তালিকা প্রাপ্তির পর পরিচালনা বোর্ড অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপ-বিধি (১) এর অধীন আমানতকারীগণের প্রাপ্য টাকা তহবিল হইতে পরিশোধ করিবে।

(৬) তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ পরিশোধিতব্য দাবি হইতে কম হইলে, কর্তৃপক্ষ দাবি মেটানোর জন্য তহবিলের অর্থের অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা সরকারের নিকট হইতে অনুদান হিসাবে যাচনা বা সরকারের অনুমোদনক্রমে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দাবি নিষ্পত্তির পর তহবিলে জমাকৃত অর্থ পর্যাপ্ত থাকিলে ঋণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের প্রাপ্য পরিশোধ করিবে।

(৭) এই বিধিতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, আমানতকারীর আমানতের পরিমাণ নির্ধারণকালে নিরাপত্তাকৃত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আইনগতভাবে আমানতকারীর নিকট কোন পাওনা থাকিলে উহা বাদ দিয়া তাহার পাওনা নির্ধারণ করিতে হইবে।

৯। **তহবিল সম্পর্কিত বিষয়ে পরিচালনা বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনার নিমিত্ত পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) তহবিলে জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) তহবিল সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ;

(গ) দফ (খ) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাকে তহবিলের অর্থ দফা (ক) এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ;

(ঘ) তহবিল হইতে তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয় নির্বাহ;

(ঙ) তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনার কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা প্রদান;

(চ) দেউলিয়া ঘোষিত বা অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমাতনকারীগণের পাওনা বিধি ৮ এর বিধান অনুযায়ী পরিশোধকল্পে আমানতকারীগণের তালিকা ও পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত অন্তর্বর্তী ও চূড়ান্ত বিবরণী প্রণয়ন;

(ছ) দফা (চ) অনুযায়ী প্রণীত অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত বিবরণী সম্পর্কে আমানতকারীগণের কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান এবং উক্ত বিবরণী সংশোধন;

(জ) দেউলিয়া ঘোষিত বা অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীগণের অনুকূলে পরিশোধ্য অর্থের তুলনায় তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কম হইলে সরকারের নিকট হইতে অনুদান বা ব্যাংক রেটে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঝ) ফি এর হার পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে তদবিষয়ে সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রণয়ন ও প্রেরণ;

(ঞ) ফি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে, প্রয়োজনে, নির্দেশিকা বা ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও প্রর্বতন, যথা :—

(অ) তহবিলের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন;

(আ) ফি আদায়, জমাকরণ ও বিনিয়োগ;

(ই) ব্যয় নির্বাহ;

(ঈ) আয়-ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের হিসাবরক্ষণ;

(উ) বাৎসরিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত;

(ঊ) দেউলিয়া ঘোষিত বা অবসায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীগণের পাওনা বা দাবি গ্রহণ এবং তাহা বিধি ৮ এর বিধান অনুযায়ী তহবিল হইতে পরিশোধ বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নিয়ম ও পদ্ধতি; এবং

(ঋ) তহবিলের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(ঠ) তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত অন্য যে কোন আইনানুগ কার্যক্রম বা পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—তহবিলের হিসাব কর্তৃপক্ষের হিসাব যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয় সেই পদ্ধতিতে রক্ষণ এবং নিরীক্ষা করিতে হইবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

খন্দকার মাজহারুল হক
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd